আইআইএম জোকায় সংক্রমিত ২৮ পড়ুয়া, সতর্ক পুরসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা

জোকার ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্টে (আইআইএম) হঠাৎ করে করোনার সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় সতর্ক কলকাতা পুরসভা। শনিবার কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, "এত দিন শহরে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১০ থেকে ১৫-র মধ্যে ঘোরাফেরা করছিল। কিন্তু আজ এক দিনে ৩৩ জন করোনা আক্রান্তের মধ্যে ২৮ জনই জোকার আইআইএমের পড়ুয়া। জোকায় একসঙ্গে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় সেখানকার পড়ুয়াদের উপরে নজর রাখছে স্বাস্থ্য দফতর। কলকাতা পুরসভার তরফে সেখানকার সমস্ত পড়ুয়ার তিন দিন অন্তর করোনা পরীক্ষা করানো হবে।"

মেয়র জানান, দু'টি বেসরকারি পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে করোনা পরীক্ষা করিয়েছিলেন জোকার পড়ুয়ারা। জোকার আইআইএম কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে, পুরসভার তরফেও সমস্ত পড়ুয়ার করোনা পরীক্ষা করানো হবে। পুরসভা বিষয়টির উপরে নজর রাখছে।

দীর্ঘদিন ধরেই শহরে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১০-২০ জনের মধ্যে ঘোরাফেরা করছিল। কিন্তু হঠাৎই আইআইএম জোকায় সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় পুরসভা শীঘ্রই ওই এলাকাকে কন্টেনমেন্ট জ়োন হিসেবে ঘোষণা করতে চায়। এ দিন মেয়র বলেন, "জোকা আইআইএমে অন্যান্য রাজ্যের পড়ুয়ারা সবে ভর্তি হয়েছেন। এখন ৫৮ জন পড়ুয়া আইসোলেশনে রয়েছেন। ওখানকার পড়ুয়ারা যাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে না বেরোন, তার জন্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাব। তাতে কাজ না হলে পুরসভা ওই এলাকা কন্টেনমেন্ট জ়োন হিসেবে ঘোষণা করতে বাধ্য হবে।"

এ দিন সকালেই কলকাতা পুরসভার ১৬ নম্বর বরোর এগ্‌জিকিউটিভ হেলথ অফিসারের নেতৃত্বে পুর চিকিৎসকদের একটি দল আইআইএমে যায় ও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে। সাধারণের কাছে মেয়রের আবেদন, "হাতজোড় করে বলছি, সবাই করোনার প্রতিষেধক নিন। বাড়ির বাইরে বেরোলে মাস্ক পরুন।" এ দিন পরিসংখ্যান দিয়ে মেয়র জানান, শহরে ১৫-১৭ বছর বয়সিদের মধ্যে প্রায় অর্ধেকই এখনও করোনার প্রতিষেধক নেয়নি। ১৭ বছরের বেশি বয়সিদের ক্ষেত্রে প্রতিষেধক বাকি প্রায় ৭৫ শতাংশের। এ প্রসঙ্গে ফিরহাদ সকলকে শীঘ্রই প্রতিষেধক নিতে অনুরোধ করেছেন।